মঞ্জরী

তৃতীয় সংখ্যা ❐ ২০২২

হাজী আহম্মদ হোসেন মেমোরিয়াল মডেল স্কুল

স্থাপিত - ২০১৬

মঞ্জরী

তৃতীয় বর্ষ ■ তৃতীয় সংখ্যা
অক্টোবর, ২০২২

হাজী আহম্মদ হোসেন মেমোরিয়াল মডেল স্কুল

স্থাপিত - ২০১৬

নশিপুর হাট ■ নশিপুর বালাগাছি
রানীতলা ■ মুর্শিদাবাদ ■ পিন-৭৪২১৩৫

সম্পাদক ও প্রকাশক
সাদাত হোসেন
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
হাজী আহম্মদ হোসেন মেমোরিয়াল মডেল স্কুল

প্রচ্ছদ চিত্র
সাবনাম সুলতানা
সহকারী শিক্ষিকা

প্রকাশকাল : অক্টোবর, ২০২২

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ
আইকন
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
যোগাযোগ - ৭৮৭২০৫১

সূচীপত্র

■ **সম্পাদকীয়** ৪
■ **প্রধান শিক্ষকের কলমে** ৫
■ **ছড়া :** রঙের মেলা ।। জিনিয়া সুলতানা খাতুন ।। ৬
বিচিত্র ।। হিয়া সাবনাম ।। ৬
আমাদের স্কুল ।। রুসিয়ান ইসলাম ।। ৭
গ্রীষ্ম কবিতা ।। মিসবাউল সেখ ।। ৭
■ **গল্প :**
আমার বাবার বোনের বাড়ি ।। রাহি মূসতারি ।। ৮
দুই ভাই এবং তাদের হিংসার ফল
ইস্তাক ইকবাল ।। ৯
তিন বোন ।। আলিয়া পারভিন ।। ১০
■ **ছড়া :** যদি পারতাম ।। গুলনাহার বেগম ।। ১১
■ **গল্প :**
চড়ুই, টুনি আর কাক ।। আরসি তামানা ।। ১২
দুটি ছেলে ।। সোনাম সুলতানা ।। ১৩
ধন্যবাদ ডাক্তারকাকু ।। শবনম মেহেদী ।। ১৪
■ **ছড়া :** ভারত ।। স্মৃতি খাতুন ।। ১৫
■ **গল্প :**
ফকিরের ছেলে I.P.S. পুলিশ
আফিফ আহমেদ।। ১৬
স্বপ্নের গুপ্তধন ।। কাবিরা সুলতানা ।। ১৭
ভুতুড়ে প্রাসাদ ।। সিমরান সরকার ।। ১৮
■ **ছড়া :** Better হবার আশা ।। কাবিরা সুলতানা।। ১৯
■ **গল্প :** দুই বোন ।। ফাইজা হোসেন ।। ২০
■ **ছড়া :**
পরীক্ষা ।। সম্প্রীতি আখতার ।। ২১
শ্রেষ্ঠ বন্ধু ।। সুষমা আজম।। ২১
■ **গল্প :**
মহান রাজা ।। মোঃ মোহাইমিন ।। ২২
গরিব পাখির গল্প ।। তানজিনা খাতুন ।। ২৩

তালবুড়ি ।। সাকিলা আমিন।। ২৪
দুনিয়া ভ্রমণ ।। মোঃ বেনজির আহমেদ ।। ২৫
ভুতুড়ে গাছ ।। বর্ষা খাতুন ।। ২৬
আমার জীবনের লক্ষ্য ।। ইয়েসরিন পারভিন ।। ২৭

■ **ছড়া :**

ছেলেবেলা ।। মেহরীন হোসেন ।। ২৮
সত্যের জয় ।। কাবিরা সুলতানা ।। ২৮
সকালবেলা ।। তামান্না পারভীন ।। ২৯

■ বিগত বছরগুলিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্য ।। ৩১-৩২

■ **পাতায় পাতায় ছবির মজা : ৩-৩২**

জিনিয়া সুলতানা খাতুন ।। ৪
মেহেরীন হোসেন, রোহন সেখ ।। ৬
সব্যসাথী শাওন, সমপ্রীতি আখতার ।। ৭
আরসি তামানা ।। ৯
কাজী সুরাইয়া পারভিন, গুলনাহার বেগম ।। ১০
মুফতিহাজ, খাদিজা খাতুন ।। ১১
বৃষ্টি খাতুন ।। ১২
তামান্না পারভীন, সুলতানা পারভীন ।। ১৩
সৌমিত্র সরকার, রহিম রহমান, তামিম হক, সরিফ আহমেদ ।। ১৪
সুহানা পারভিন, হিয়া সাবনাম, জেনিসা সুলতানা, ইয়েসরিন পারভিন ।। ১৫
আলিফ ইসলাম, মিম মাহির নিগার ।। ১৬
সৈয়বা খাতুন ।। ১৮
তাম্বি ইয়াসমিন, সখিনা খাতুন ।। ১৯
সোনম সুলতানা, মোঃ মোহাইমিন ।। ২০
সাইনা আকতার ।। ২১
সাকিলা আমিন, রকিয়া সুলতানা ।। ২২
বেনজির আহমেদ ।। ২৩
সাব্বির আহমোদ, ইস্তাক ইকবাল ।। ২৪
নিশা পারভিন ।। ২৫
তামান্না আনসারি ।। ২৬
সুষমা আজম, আফিফ আহমেদ ।। ২৭
সিমরন সেখ ।। ২৮
নাহিদ হাসান ।। ২৯
সাবনাম মেহেদী, সুরাইয়া আমিন ।। ৩০

হাজী আহম্মদ হোসেন মেমোরিয়াল মডেল স্কুল

নশিপুর হাট ■ নশিপুর বালাগাছি ■ রানীতলা ■ মুর্শিদাবাদ ■ পিন-৭৪২১৩৫

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

সাদাত হোসেন – Triple M.A. (English, Education & Sociology),
D.El.Ed., B.Ed., Special B.Ed. (RCI), M.Ed.

শিক্ষক ও শিক্ষিকা মণ্ডলী

১।	মহঃ তারিক আজিম	BCA(H), MCA, D.El.Ed.	প্রধান শিক্ষক
২।	মেহেদী হোসেন	BCA(H), MCA, D.El.Ed., B.Ed.	স্পেশাল এডুকেটর
৩।	রৌসানারা খাতুন	B.A.(Beng. Hons.), M.A.(Beng.), B.Ed.	সহ শিক্ষিকা
৪।	সাহানাজ বেগম	B.A. (Bengali Hons.), M.A.(Bengali), B.Ed.	সহ শিক্ষিকা
৫।	ইকবাল আনসারী	B.A.(English Hons.), M.A. (English), B.Ed.	সহ শিক্ষক
৬।	কাওসার আলি	B.A.(Eng. Hons.), D.El.Ed.	সহ শিক্ষক
৭।	সামিউল ইসলাম	B.A.(Eng. Hons.)	সহ শিক্ষক
৮।	মহঃ রামিজ রাজা	B.A.(Eng. Hons.), M.A. (Eng.), D.El.Ed.	সহ শিক্ষক
৯।	সামিম আক্তার	B.A.(Eng. Hons.), B.Ed.	সহ শিক্ষক
১০।	বিক্রম স্বর্ণকার	B.Sc. (Math. Hons.), B.Ed (পাঠরত)	সহ শিক্ষক
১১।	সাইন সেখ	B.A.(History Hons.), D.El.Ed.	সহ শিক্ষক
১২।	তুহিনা খাতুন	B.Sc.(Botany Hons.), D.El.Ed., B.Ed.	সহ শিক্ষিকা
১৩।	সাবনাম সুলতানা	B.A.(Beng. Hons.), U.G. in Animation (Fine Arts)	সহ শিক্ষিকা
১৪।	সোমা খাতুন	B.A.(Eng. Hons.), M.A. (Eng.) পাঠরত	সহ শিক্ষিকা
১৫।	উম্মে মৌমিতা পারভিন	B.A.(Edu. Hons.), M.A. (Edu.), B.Ed.	সহ শিক্ষিকা
১৬।	রাজিয়া সুলতানা	B.A.(Beng. Hons.), D.El.Ed	সহ শিক্ষিকা
১৭।	উনাইজা খাতুন	B.A.(Geo. Hons.), D.El.Ed, M.A. পাঠরত	সহ শিক্ষিকা
১৮।	মোঃ আসাদুজ্জামান	B.Sc. (Mathematics Hons.), B.Ed.	সহ শিক্ষক
১৯।	সাদ্দাম হোসেন	B.A. (Bengali Hons.), M.A.(Bengali), B.Ed.	সহ শিক্ষক
২০।	রিয়া দেবনাথ	B.A. (Bengali Hons.)	সহ শিক্ষিকা
২১।	রানি খাতুন	B.A. (Bengali Hons.), M.A.(Bengali), B.Ed.	সহ শিক্ষিকা
২২।	আসরাফুনন্নেশা খাতুন	B.A. (History Hons.), M.A.(History), B.Ed. (পাঠরত)	সহ শিক্ষিকা
২৩।	ফিরোজা খাতুন	B.Sc. (Botany Hons.), B.Ed.	সহ শিক্ষিকা
২৪।	সামিমা আক্তারা	B.A. (History Hons.), B.Ed. (পাঠরত)	সহ শিক্ষিকা
২৫।	মুকেশ রৌশান	B.C.A. (Computer Hons.)	সহ শিক্ষক
২৬।	আইরিন পারভিন	B.A. (History Hons.), M.A.(History)	সহ শিক্ষিকা

অশিক্ষক কর্মচারী

১।	মেহেদী হোসেন	ক্লার্ক
২।	উমাকান্ত মণ্ডল	স্টুডেন্টস গাইড
৩।	আয়েশা বিবি	স্টুডেন্ট কেয়ারটেকার

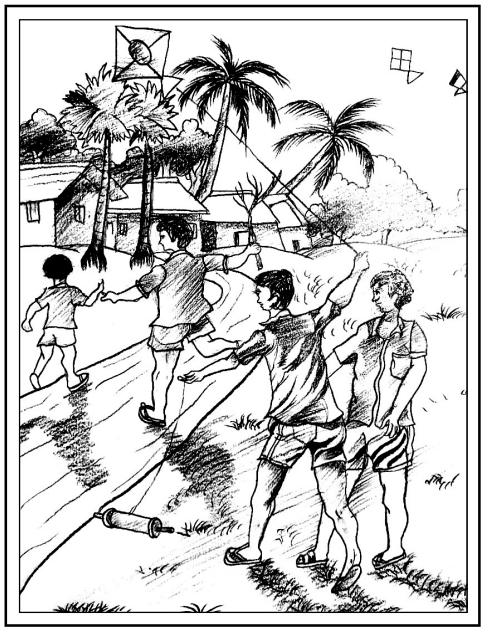

অঙ্কন : জিনিয়া সুলতানা খাতুন
সপ্তম শ্রেণি □ বোল - ১

সম্পাদকীয়

'মঞ্জরী' পুরোপুরি সাহিত্য পত্রিকা নয়। 'মঞ্জরী' একটি বিদ্যালয় পত্রিকা। তবে তা শিল্প-সাহিত্য প্রকাশের আঁতুড়ঘর। কে বলতে পারে 'মঞ্জরী'র লেখনীর কুঁড়িগুলো একদিন রূপ-রস-গন্ধে আদিগন্ত উদ্ভাসিত করবে না। শিশুর টলমল পদক্ষেপই তো ভাবীকালে ব্যক্তিত্বের দৃঢ় পদক্ষেপে পরিণত হয়। সুদূরের সেই আশায় আমাদের আজকের 'মঞ্জরী' প্রকাশ।

নানা ধরণের লেখা আমাদের হাতে এসেছে। পত্রিকার স্বল্প পরিসরে সমস্ত লেখা বা চিত্রকলা প্রকাশ করা গেল না। যাদের লেখা-ছবি এবারে প্রকাশ করা সম্ভব হল না, পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। ছোটোদের আঁকা ছবির মতো লেখাগুলিতেও রয়েছে অনুকরণের ছাপ। কেউ কেউ নকলনবীশি বলতেই পারেন। তবু কচি-কাঁচাদের সৃষ্টির উৎসাহ আর দৃষ্টির প্রত্যয় আমাদের মোহিত করেছে। সৃষ্টির নব দিগন্তে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি রইল আন্তরিক অভিনন্দন।

অভিনন্দন জানাই সেইসব ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীবৃন্দকে যারা পত্রিকা সম্পাদনার কাজে নিরলস সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

সাদাত হোসেন
সম্পাদক – 'মঞ্জরী' পত্রিকা

প্রধান শিক্ষকের কলমে

আজকের শিশুর মধ্যেই লুকিয়ে আছে আগামীর সম্ভাবনা। আর এই সম্ভাবনাকে পূর্ণরূপে প্রকাশ ঘটাতে চাই যথার্থ যত্ন ও পরিচর্যা। শিশুর এই পরিচর্যা করতে পারে নিজগৃহ ও বিদ্যালয়। ফলে ঐ বিদ্যালয়কে 'শিশুর সার্বিক বিকাশের সহায়ক' হওয়া প্রয়োজন। ***"হাজী আহম্মদ হোসেন মেমোরিয়াল মডেল স্কুল"*** এমনই একটি 'শিশুর সার্বিক বিকাশের সহায়ক' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

ইংরেজি হল কাজের ভাষা। জীবনের প্রত্যেক পদে ইংরেজির প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করি। এছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও উচ্চশিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক মাধ্যম হল ইংরেজি। ইংরেজির এই প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করে ইংরেজি ভাষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আবার মাতৃভাষা হল মায়ের দুধের সমান। বিশ্বকবির এই চিন্তাকে গুরুত্ব দিয়ে মাতৃভাষা বাংলাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিজ্ঞান, গণিত, সমাজবিদ্যা, জি.কে., কম্পিউটার, অঙ্কন, শারীরশিক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলিকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয়ের চর্চা যথা – আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক ইত্যাদি বিষয়গুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এককথায় উপযুক্ত, আধুনিক (Modern) ও উন্নতমানের শিক্ষা (Quality Education)-র সুযোগ পাবে আপনার শিশু।

অপরদিকে আমি মনে করি, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি স্বতন্ত্র আদর্শবোধ ও সৃজনশীলতা থাকা প্রয়োজন, না হলে সেই প্রতিষ্ঠান কখনই আদর্শ ব্যক্তি ও দেশের সু-নাগরিক তৈরি করতে পারে না। স্বভাবতই আমরা চিরাকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নিল কল্পিত শিক্ষার কারুকার্যকে বাস্তবায়িত করতে চাই। কেবল পুঁথির্নিভর শিক্ষা নয়, নৈতিক মানোন্নয়ন ও সার্বিক মূল্যবোধের শিক্ষা সুসম্পন্ন করতে সতত নিজেদের নিয়োজিত রাখব। শিশু শিক্ষার জন্য এমন একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে পেরে আমরা আনন্দিত। আমরা আরো আনন্দিত এই জন্য যে, আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে বহু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও শিক্ষা সচেতন মানুষ এগিয়ে এসেছেন। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সকল অধ্যাপক, শিক্ষক, সমাজ হিতৈষী ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিকে যাঁরা সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছেন। আজকের ক্ষুদ্র পরিসরে গড়ে ওঠা ***"হাজী আহম্মদ হোসেন মেমোরিয়াল মডেল স্কুল"*** আপনার শুভকামনা, দোয়া ও অনুপ্রেরণায় মহীরুহ হয়ে উঠুক। আর আমরা বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষক/শিক্ষিকাবৃন্দ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকবো আপনার প্রাণের সন্তানকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে ও আপনার স্বপ্নপূরণ করতে।

মহঃ তারিক আজীম
প্রধান শিক্ষক
হাজী আহম্মদ হোসেন মেমোরিয়াল মডেল স্কুল

ছড়া

রঙের মেলা

জিনিয়া সুলতানা খাতুন

সপ্তম শ্রেণি ।। রোল-১

রং, রং, কত রং আমাদেরই চারপাশে
লাল ফুল, নীল আকাশ, সবুজ ঘাসে ঘাসে।
হলুদ রঙের উজ্জ্বল সূর্য
রং ছাড়া যে পৃথিবীটাই অসম্পূর্ণ
রাতের অন্ধকার কালো আকাশ
তার ওপরে ঝিকিমিকি নক্ষত্রের সাজ
স্রোতধারী নীল নদী আজ
দিয়ে যায় তার চলার আভাস
সাত রঙে আঁকা রামধনু
তৈরি করেছে রাস্তা মাটি থেকে আকাশেতে
চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে রঙের অণু
সজ্জিত হয়েছে এ পৃথিবী রং-এরই সাজেতে।

মেহরীন হোসেন
দ্বিতীয় শ্রেণি ❐ বিভাগ - ক ❐ রোল - ২

বিচিত্র

হিয়া সাবনাম

সপ্তম শ্রেণি ।। রোল-৯

রাতের আকাশে তারা করে মিটমিট
দেখে হয়ে যায় চোখ পিটপিট।
পিতা-মাতা বলেছিল মোরে,
কত পাখি আকাশে ওড়ে।
প্রজাপতির রং বেরঙের ডানা
মধু খায় ফুলের ওপর নানা।
রাতে দেখি জোনাকির ঝাঁক
ম্যাজিক দেখায় চিকির চিকির চাক।
শুয়ে শুয়ে ভাবি মনে মনে —
কত কিছু আছে এ জীবনে।

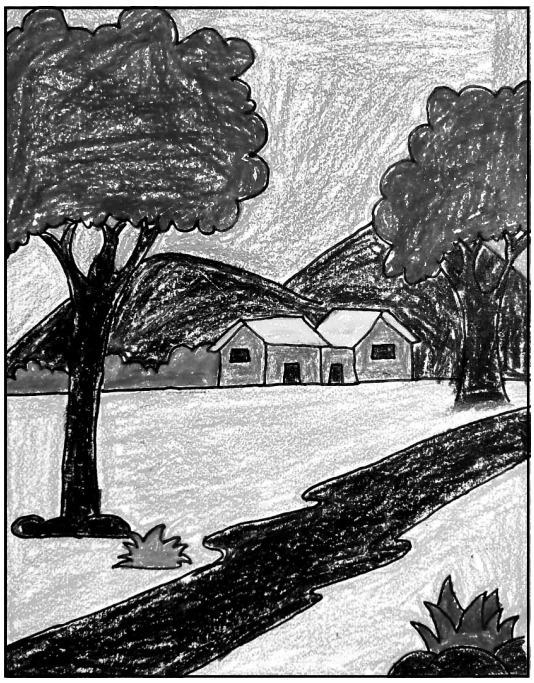

রোহন সেখ ❐ দ্বিতীয় শ্রেণি
বিভাগ - খ ❐ রোল - ২

ছড়া

আমাদের স্কুল

রুসিয়ান ইসলাম
ষষ্ঠ শ্রেণি ।। রোল - ১

আমাদের স্কুল
দুই-তিন তলা,
টিফিনেতে খেতে দেয়
পাউরুটি কলা।
স্কুলের শেষে বাড়ির দিকে
পাড়ার গলি দিয়ে,
জুতো পায়ে ছুটি জোরে
হাতে ব্যাগটি নিয়ে।
হঠাৎ গেল ব্যাগটি ছিঁড়ে
ছাত্রদের এই লম্বা ভিড়ে।
লম্বা ভিড় কমার পরে
একলা ফিরি বাড়ি —
সামনে আছে চওড়া রাস্তা,
যাচ্ছে অনেক গাড়ি।

ছড়া

গ্রীষ্ম কবিতা

মিসবাউল সেখ
দ্বিতীয় শ্রেণি ।। বিভাগ - ক ।। রোল - ৭

সকাল থেকে দুপুর হল
গ্রীষ্মকালের সময়,
রোদ পড়ছে কড়াভাবে,
বইছে হাওয়া গরম।
চারিদিকে এই সময়ে হয়ে যায় থমথমে
যেন মনে হয় কেউ নেইকো, কেউ নেই এই গ্রামে।
আইসক্রীমওয়ালা আসে এই সময়
পাঁচ টাকা দশ টাকা হাঁকে সেই সময়।
আমি রোজ খেতাম বরফ জল
মনে হতো পৌঁছে গেছি ঠাণ্ডা কোনো দেশ।
পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে স্নান করি
এই গ্রীষ্ম পছন্দ আমি করি।

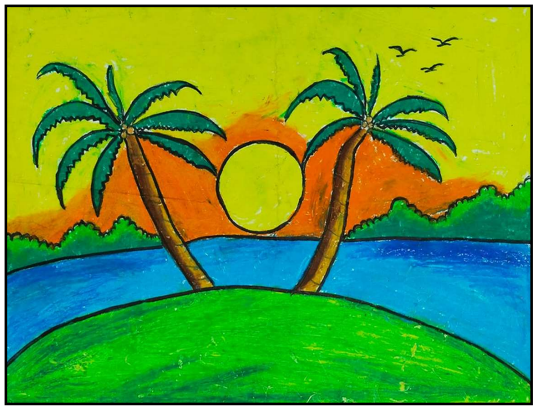

সব্যসাথী শাওন
দ্বিতীয় শ্রেণি ❐ বিভাগ - খ ❐ রোল - ১৯

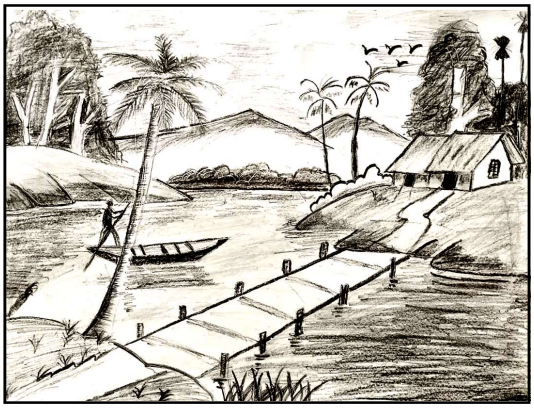

সমপ্রীতি আখতার
চতুর্থ শ্রেণি ❐ রোল - ১

গল্প

আমার বাবার বোনের বাড়ি

রাহি মূসতারি
চতুর্থ শ্রেণি ।। রোল - ৫

বকরি ঈদের পরের দিন আমরা চার ভাই-বোন পিসিদের বাড়ি ঘুরতে গেলাম। আমি, আজমি আপু, চন্দ্রা আপু ও সায়ন ভাইয়া আমরা এই চারজন গেলাম পিসির বাড়ি। আমাদের ভাড়া গাড়ি যখন ছেড়ে দেয় তখন আমার ঠাকুমা বলে মৌচাক থেকে একশত টাকা দিয়ে মিষ্টি কিনে নিস। তারপর আমরা খড়িবোনা পার করে দেবাইপুর হয়ে মৌচাক পার করে একটু দূরে গিয়ে আমাদের মনে পড়ছে যে আমরা মিষ্টি কিনতে ভুলে গেছি। তাই আমরা গাড়িওয়ালাকে মিষ্টি কেনার জন্য গাড়ি ঘোরাতে বললাম। গাড়িওয়ালা বলল, একটু এগিয়ে গেলেই মিষ্টির দোকান। সেখানে মিষ্টি কিনে নেব। ঠিক আছে চলো। তারপর আমরা মিষ্টির দোকানে গিয়ে মিষ্টি কিনে নিলাম। তারপর আমরা গাড়িওয়ালাকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে বললাম। তারপরে আমরা একটা গলিতে ঢুকে গেলাম। তারপর আরও দুটো গলি। কিন্তু আমরা মাটির রাস্তাটা ভুলে গিয়েছিলাম। তাই আমরা তারপাশের রাস্তাটাতে গেলাম। তারপরে আমরা পৌঁছে গেলাম আমার পিসি বাড়ি। পিসির ছেলে সাফু আমাদের কাছে দৌড়ে আসছে। তারপরে আমরা কাপড় ছেড়ে সরবত খেলাম। তারপরে একটু সাফুর সঙ্গে খেলা করে ভাত খেলাম। তারপরে রাত্রি হল। আমরা খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সেখানে একদিন বিরিয়ানি করেছিল।

আমরা খেলছিলাম, হঠাৎ একটা মৌমাছি সায়নভাইয়াকে কামড় দিল। তারপরে আমরা মৌমাছিটাকে মেরেছিলাম। তারপরে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপরে ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে পিসি মাংস গরম করছিল। তারপর আমরা রাতের একটু বিরিয়ানি খেলাম। নিশাত প্রাইভেট গেল। তারপর একটু সাফুর সঙ্গে খেলাম। খেলা হয়ে যাওয়ার পর পিসি স্নান করতে বলল। আমরা স্নান করে নিলাম। একটু পরে ভাত খেয়ে নিলাম। আমরা বাড়ি যাওয়ার জন্য রেডি হয়ে গেলাম। নিশাত এল স্নান করে। রেডি হয়ে গাড়িতে চেপে আমরা রানিনগরে বিডিও অফিস গেলাম। ওখানে পিসির মিটিং ছিল। ওখানকার মিটিং সেরে সোজা বাড়ি রওনা দিলাম। বাড়ি ফিরে কাপড় পাল্টে নিলাম। খেলছিলাম সাফুর সাথে। ❐

আমি সবসময় নিজেকে সুখী ভাবি, কারণ আমি কখনও কারও কাছে কিছু প্রত্যাশা করি না। কারও কাছে কিছু প্রত্যাশা করাটা সবসময়েই দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। — উইলিয়াম শেক্সপিয়র

গল্প

দুই ভাই এবং তাদের হিংসার ফল

ইস্তাক ইকবাল

চতুর্থ শ্রেণি ।। রোল - ২

বদরপুর নামক একটি গ্রামে এক লোভী পরিবার বাস করত। সেই পরিবারে দুটি ছেলে ছিল হ্যারি এবং জ্যাক। জ্যাক তাদের পিতা মাতার মতো নয়। সে খুব ভালো ছেলে। সে গরীবদের অনেক সাহায্য করে, সে তার বাবার কাছে থেকে টাকা চুরি করে খাবার কিনে ভিখারিদের খাওয়াতো। কিন্তু হ্যারি খুব লোভী। জ্যাক এইসব কাজ করছে। হ্যারি একদিন এগুলো দেখে এবং তার পিতামাতাকে বলে দেয়। জ্যাক যখন বাড়ি ফিরল তখন পিতা-মাতা তাকে এতো জোরে মারল যে তার পুরো শরীর লাল হয়ে গেছে। তখন থেকে তার অভ্যাস বদলে গিয়েছে। সে তার পিতা-মাতার মতো ব্যবহার করতে লাগল। দুই ভাই এত লোভী হয়ে গিয়েছিল যে, একদিন তারা তাদের মাতাপিতাকে খুন করে ফেলল। তাদের পিতা-মাতার যত ধন সম্পদ ছিল তারা দুই ভাই ভাগ করে নিল। তাও তাদের মন ভরে না। তারা মানুষের সঙ্গে একইরকম ব্যবহার চালাতে থাকে। কয়েকটি পরি তাদের এইরকম কাজ অনেক দিন থেকে দেখছিল। মানুষের সঙ্গে এরকম দুর্ব্যবহার দেখে পরিরা আর সহ্য করতে পারল না। তাই তারা সেই দুই ভাইয়ের বাড়িতে গেল এবং তাদেরকে অভিশাপ দিল। জ্যাক প্রথমে ভালো ছেলে ছিল তাই তাকে একটা মুদিখানার দোকানে পাঠালো বেচা-কেনা করার জন্য। কিন্তু হ্যারিকে ভিখারি বানালো। হ্যারি অনেক জায়গায় ভিক্ষা করে বেড়িয়েছে। একদিন হ্যারি জ্যাকের দোকানে ভিক্ষা চাইতে আসে। তখন দুজন দুজনকে চিনে ফেলে এবং দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরল। তারা কথা দিল, আর কোনো মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে না। ❐

আরসি তামান্না
তৃতীয় শ্রেণি ❐ বিভাগ - ক
রোল - ১৬

গল্প

তিন বোন

আলিয়া পারভিন
চতুর্থ শ্রেণি ।। রোল - ৬

এক গ্রামে তিন বোন এবং তাদের মা বসবাস করত। তারা খুবই গরিব। তাদের মধ্যে বড়ো বোনের নাম নেহা, মেজো বোনের নাম সোহানা এবং ছোটো বোনের নাম সোমা। তারা তিন বোন ভদ্র ছিল। টাকা পয়সার লোভ ছিল না। বড়ো বোন সোমা পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ত। মেজোবোন চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ত আর ছোটো বোন প্রথম শ্রেণিতে পড়ত। তারা তিন বোন সবকিছুতে প্রথম ছিল। তারা মন দিয়ে পড়ত। একদিন তারা ঘরে বসে টিভি দেখছিল এবং তাদের বাবা হঠাৎ তাদের ঘরে ঢুকে এল। তারা চমকে উঠল এবং তারা খুবই খুশি হল। তাদের বাবা একজন কর্মচারী ছিল তাই কম টাকা পেত। তার বাবা মাসে ১০দিন বাড়ি আসত থাকার জন্য। তারপর ১০ দিন হয়ে গেলে আবার কলকাতা যেত কাজ করতে। তারা গরিব থাকলেও তারা খুশি ছিল। কারণ, তাদের অভাব ছিল না। দিন যাচ্ছিল, বছর যাচ্ছিল এবং তিন বোনও বড়ো হচ্ছিল। একদিন বড়ো বোন একটা চাকরি পেল। সেই চাকরি করতে কলকাতা গেল। তারপর তারা আস্তে আস্তে ধনী হয়ে গেল এবং সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল। আর কোনো অভাব রইল না। এখন তারা আনন্দে আত্মহারা।

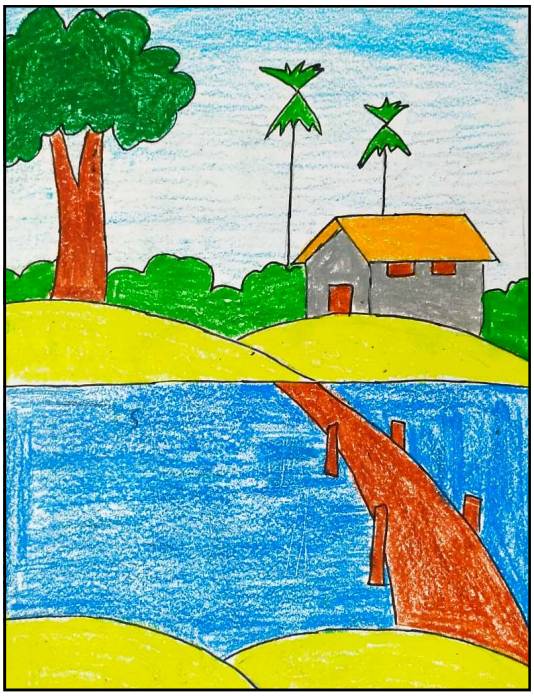

কাজী সুমাইয়া পারভিন
দ্বিতীয় শ্রেণি ❐ বিভাগ - ক ❐ রোল - ৯

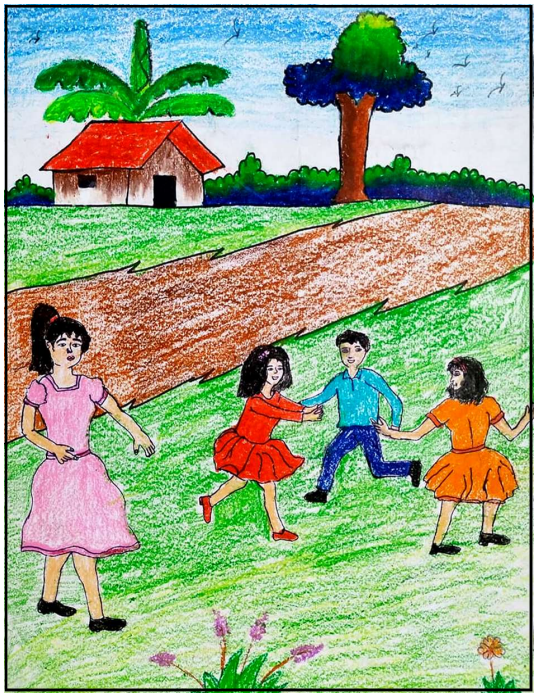

গুলনাহার বেগম
সপ্তম শ্রেণি ❐ রোল - ২

ছড়া

যদি পারতাম

গুলনাহার বেগম

সপ্তম শ্রেণি ।। রোল-২

যদি আমি পারতাম ফুল হতে
তবে আমি সৌরভ বিলিয়ে দিতাম পৃথিবীর মাঝে
কখনো ভাবি যদি হতাম কবি
তাহলে আমি আঁকতাম পৃথিবীর কত প্রতিচ্ছবি।

মনে মনে ভাবি যখন একলা বসে
চারিদিকের খেয়াল আমায় ধরে এসে ঠেসে
কখনো আমি ভাবি যখন ফাঁকা মাঠের মাঝে
তখন দেখে মনে হয় প্রকৃতি সেজেছে কি বিচিত্র সাজে

আবার আমি ভাবি যদি হতাম অন্নের দেবতা
তাহলে আমি মুছে দিতাম গরিবের দুর্বলতা
মাঝে মাঝে ভাবি আমি যদি হতাম সূর্য
তাহলে আমি বিলিয়ে দিতাম আলোর মাধুর্য।

আমার এই ভাবা দেখে বলে সব লোকে
কি চিন্তা করিস এত সকাল বেলা থেকে
আমি বলি চিন্তা না করিলে হবে,
তাহলে এই অভাগা দেশের কী হবে?

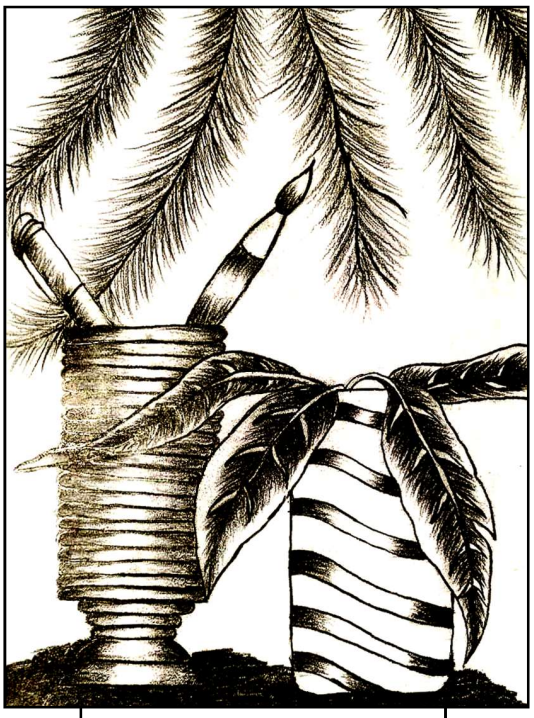

মুফতিহাজ
চতুর্থ শ্রেণি ◻ রোল - ১০

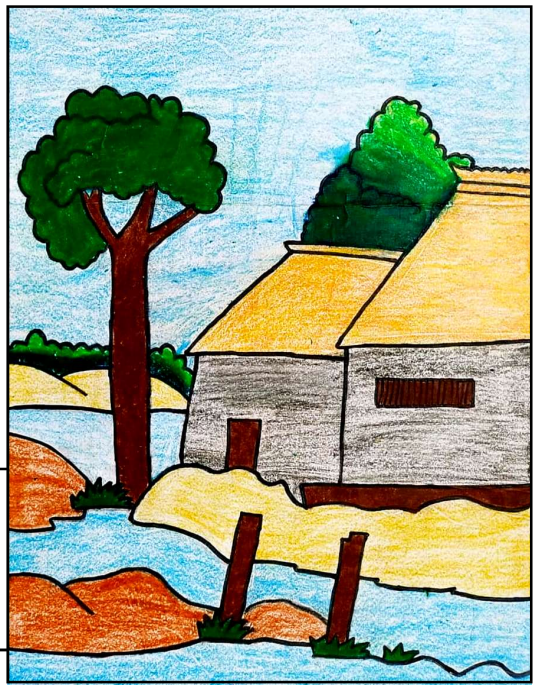

খাদিজা খাতুন
তৃতীয় শ্রেণি ◻ বিভাগ - খ
রোল - ৩০

গল্প

চড়ুই, টুনি আর কাক

আরসি তামানা
তৃতীয় শ্রেণি ।। বিভাগ - ক ।। রোল - ১৬

এক ছিল চড়ুই, তার ছিল দুটি ছানা। তার ছানাগুলো ছোটো ছোটো। তাই তাকেই খাবার আনতে যেতে হত। তার একটি বান্ধবী ছিল, বান্ধবীর নাম হল টুনি। তার বান্ধবীর বাড়ি ছিল রাজার বাড়ির পাশে, একটি গাছে। চড়ুই-এর বাড়ি ছিল তার বান্ধবীর বাড়ি থেকে একটু গিয়ে একটা তালগাছে। চড়ুই তাঁর ছানাদের নিয়ে সুখে শান্তিতে বাস করত। একদিন কী হল একটি কাক এসে চড়ুই-এর বাসাটা ভেঙে দিল। চড়ুই তখন কী করবে না ভেবে পেয়ে তার একমাত্র বান্ধবী টুনির কাছে গেল। সেও তাকে ঢুকতে নিল না। সে কী করবে বুঝতে না পেরে একটা বুদ্ধি বের করল। সে কয়েকটা ফুল জোগাড় করে মালা গাঁথল। তারপর সেগুলো বিক্রি করে অনেক টাকা পেল। সেই টাকা দিয়ে খুব মজবুত করে তার জন্য বাড়ি বানাল।

এরপর একদিন টুনির বাড়ি একটি কাকে ভেঙে দিল। সে চড়ুই-এর কাছে এল কিন্তু চড়ুই তাকে ঢুকতে দিল না। এর জন্যই কথাই বলে যে কারোর বিপদে তাকে সাহায্য করা উচিত। নইলে পরে আর সাহায্য পাওয়া যায় না।

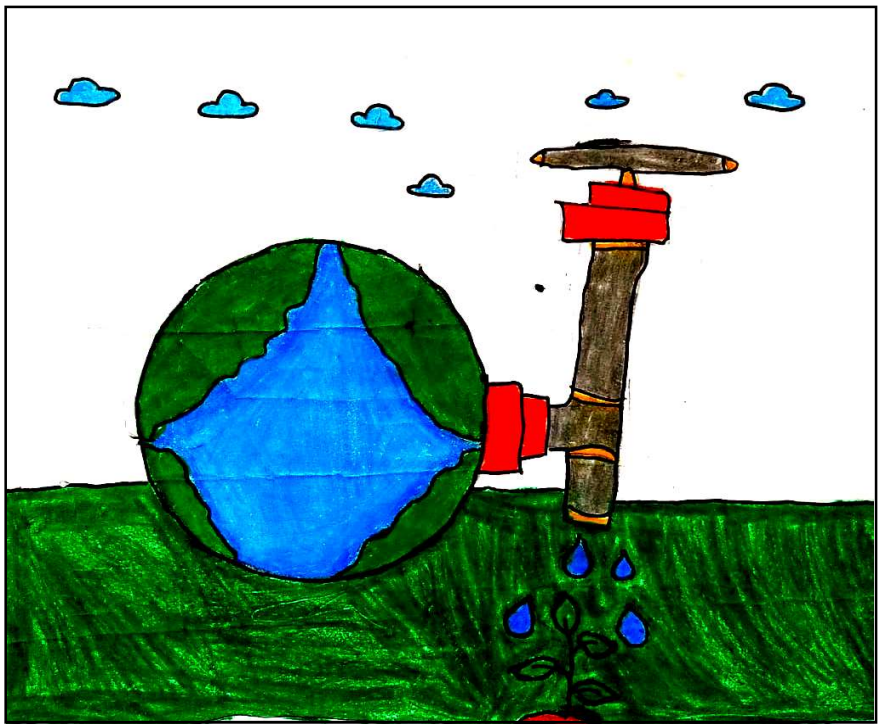

বৃষ্টি খাতুন
দ্বিতীয় শ্রেণি ❐ বিভাগ - ক ❐ রোল - ১৩

গল্প

দুটি ছেলে

সোনাম সুলতানা
প্রথম শ্রেণি ।। বিভাগ - ক ।। রোল - ৪

একটি গ্রামে দুটি ছেলে ছিল। একটি ছেলের নাম খেতু, একটি ছেলের নাম তেতু। একদিন দুটি ছেলে রাতে পুকুরে জল আনতে গিয়েছিল। তারপর একটি ভুত তাদের দিকে এগিয়ে এল এবং দুজনকে বন্দি করে নিল। সুজয় নামের একটি ছেলে তা দেখে নেয়। তারপর গ্রামের লোকেদের ডেকে নিয়ে আসে। কিন্তু ভুত তাদেরকেও বন্দি করে নিয়েছিল। তখন ভূত বেরিয়ে এল। তারপর তেতু তার পকেট থেকে একটি চাবি বের করল। সে তাড়াতাড়ি তালাটি খুলল। তখন সে একটি লাঠিতে আগুন ধরালো। তখন ভুত এল, সে আগুনটা ভুতের দিকে ছুঁড়ে দিল। ভুত পুড়ে গেল। সে বন্দিদের মুক্ত করেছিল।

তামান্না পারভীন
তৃতীয় শ্রেণি ❐ বিভাগ - ক
রোল - ২

সুলতানা পারভীন
UKG ❐ বিভাগ - ক
রোল - ২৩

গল্প

ধন্যবাদ ডাক্তারকাকু

শবনম মেহেদী
চতুর্থ শ্রেণি ।। রোল - ১৫

আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম কিন্তু হঠাৎ পাথরে পায়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। পায়ে খুব ব্যথাও পেয়েছি। কিছুটা কেটেও গেছে তাই খুব কষ্টে এক পায়ে ভর দিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলাম ডাক্তার আমাকে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল ও ঔষধ দিল। তা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলাম। ওই পায়ের যত্ন করলাম ও ঔষধ খেলাম। খুব শীঘ্রই পায়ের কাঁটা জায়গাটা ভালো হয়ে গেল। এবার থেকে আমার যদি কোনো ধরণের শরীর খারপ হয়, সঙ্গে সঙ্গে আমি ডাক্তারের কাছে গিয়ে ঔষধ নিয়ে আসি। ঔষধ খেতেই আমার শরীর ঠিক হয়ে যায়। আমি ডাক্তারবাবুকে মনে মনে ধন্যবাদ জানাই।

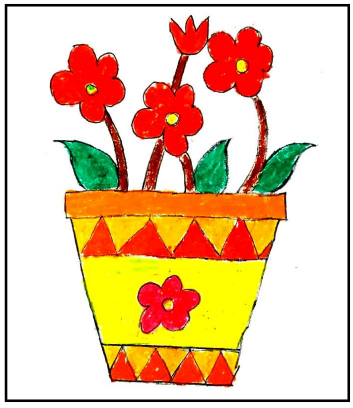

সৌমিত্র সরকার
প্রথম শ্রেণি ❑ বিভাগ - ক ❑ রোল - ১৫

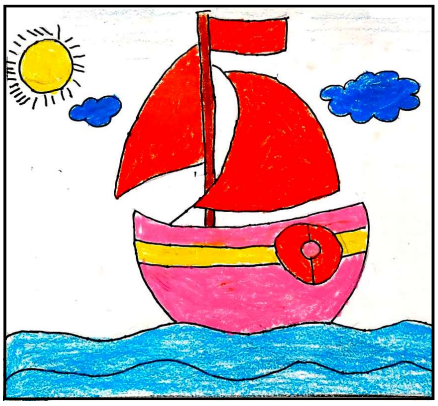

তানিম হক
প্রথম শ্রেণি ❑ বিভাগ - ক ❑ রোল - ৩

রহিম রহমান ❑ প্রথম শ্রেণি ❑ বিভাগ - খ ❑ রোল - ৫

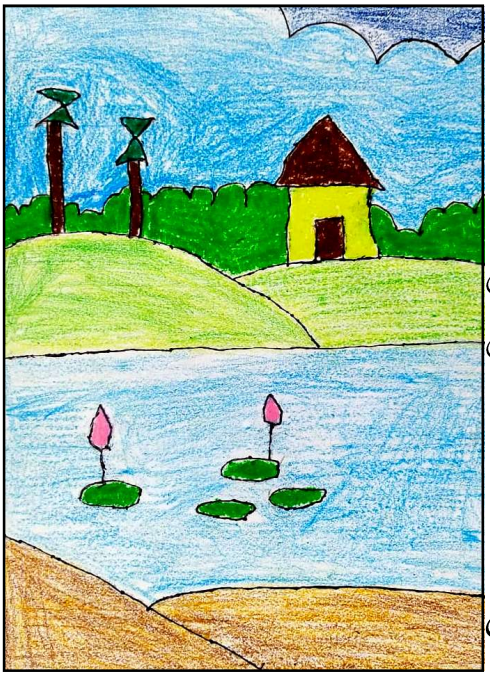

সরিফ আহমেদ ❑ প্রথম শ্রেণি ❑ বিভাগ - খ ❑ রোল - ২০

ছড়া

ভারত

স্মৃতি খাতুন
তৃতীয় শ্রেণি ।। বিভাগ - ক ।। রোল-৯

ভারত আমাদের দেশ
নানা ভাষা, নানা বেশ,
সংস্কৃতির নাইতো শেষ
তাইতো ভারত উপমহাদেশ।।

আছে কুতুব মিনার, আছে তাজমহল
সারা দেশেতে কত কোলাহল।
রক্ষা করে হিমালয়
এদেশের এই পরিচয়।।

রয়েছে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, জৈন
বাঁচিয়ে রেখেছে দেশকে সৈন্য
ভারত মায়ের চরণ চুমি
ভারত মোদের জন্মভূমি।

সুহানা পারভিন
দ্বিতীয় শ্রেণি ❐ বিভাগ - ক ❐ রোল - ২৫

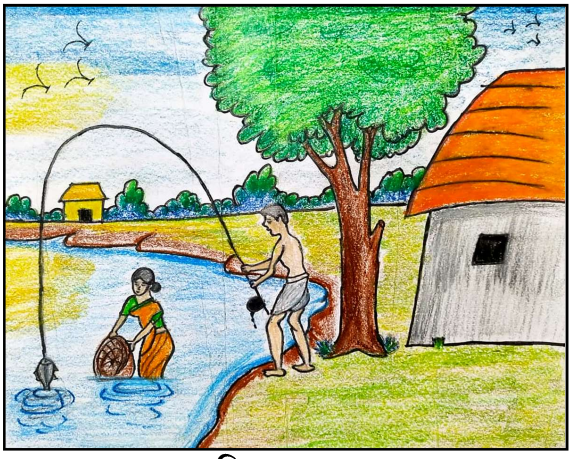

হিয়া সাবনাম
সপ্তম শ্রেণি ❐ রোল - ৯

জেনিসা সুলতানা
UKG ❐ বিভাগ - ক ❐ রোল - ৪

ইয়েসরিন পারভিন
ষষ্ঠ শ্রেণি ❐ রোল - ১৪

গল্প

ফকিরের ছেলে I.P.S. পুলিশ

আফিফ আহমেদ
চতুর্থ শ্রেণি ।। রোল - ৩

শান্তিপুর গ্রামে একজন খুবই গরীব মা ছিলেন। তাঁর ছেলের নাম মাহীব এবং তাঁর মেয়ের নাম রিনা। মাহীবের এবং রিনার বাবা দু-বছর আগেই মারা গেছে। তাঁরা প্রতিদিন দু-বেলা পেট ভরাতে পারত না। তাঁর ছেলের এবং মেয়ের পড়াশোনা করার অনেক ইচ্ছা, কিন্তু টাকার কমতি হওয়ায় পড়াশোনা করতে পারে না। তাঁদের কোনো বাড়ি ছিল না। তাঁরা রাস্তার পাশে বসবাস করত। একদিন তাঁর মায়ের অনেক খারাপ জ্বর হয়। তাদের কাছে মাত্র দুশো টাকা ছিল। তাঁরা প্রতিদিন কাজ করে চারশো টাকা উপার্জন করতে পারে। তাঁর মায়ের সব ঔষধের দাম একহাজার টাকা। আগের দুশো টাকা এবং উপার্জনের চারশো টাকা মোট ছয় শো টাকা হয়েছে। তার ছেলে তার মাকে প্রতিজ্ঞা করল আমি একদিন I.P.S. পুলিশ হবো। তাঁর মা মারা গেল। মাহীব পড়াশোনা করতে শুরু করল। তাঁর দিদিরও পড়াশোনা করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু রিনা বড়ো বলে তাকে বাড়ির সব দায়িত্ব নিতে হল। মাহীব এবং রিনা কাজ করে টাকা উপার্জন করে। এবং প্রতিমাসে স্কুলে এবং কলেজে টাকা দেয়। মাহীব স্কুলে এবং কলেজে সব সময় ভালো রেজাল্ট করে। কিন্তু U.P.S.C. পরীক্ষার সময় টানা দু-বার ফেল হয়। কলেজে সবাই বলছিল তুই বারবার ফেল হবি, কিন্তু সে কারোর কথায় কান দিচ্ছিল না। সে ফেল হয়েই এখনো হার মানেনি। মাহীব অনেক কষ্ট করে দিন-রাত্রি পড়ে U.P.S.C. পরীক্ষায় 3rd র‍্যাঙ্ক করে বিশ্বকে জানিয়ে দেয় ফকিরের ছেলেও I.P.S. পুলিশ হতে পারবে। সে পুরো বিশ্বকে বলল — ফকিরের ছেলে বা মেয়েও বড়ো মানুষ হতে পারবে সে যদি কষ্ট করে পড়াশোনা করে। এখন তার দিদির সঙ্গে আরাম করে জীবন যাপন করছে।

নীতিকথা : যে কষ্ট করে সে সফল হয়।

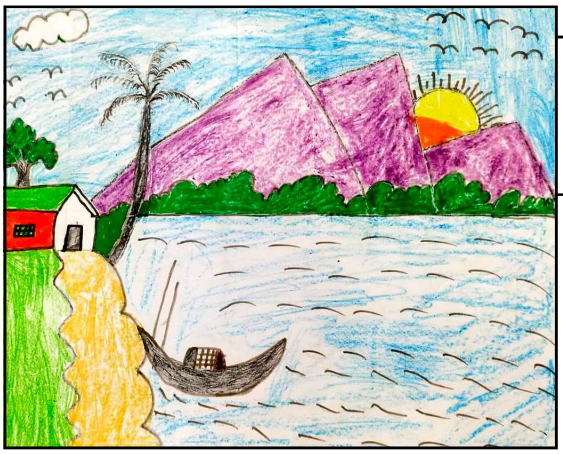

আতিফ ইসলাম
প্রথম শ্রেণি ❐ বিভাগ - ক
রোল - ৩০

মিম মাহির নিগার
LKG ❐ বিভাগ - খ
রোল - ২২

গল্প

স্বপ্নের গুপ্তধন

কাবিরা সুলতানা
সপ্তম শ্রেণি ।। রোল-৫

আমরা তিনজন বন্ধু, আর এক শিক্ষকমশাই ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যেন রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তের দিকে চলেছি। কিছু দূর গিয়ে শিক্ষকমশাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের ভ্রমণের উদ্দেশ্য কোথায়?

কয়েক মিনিট পর উত্তর পেলাম সেই বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী ব-দ্বীপ 'বনভূমি' বা 'সুন্দরবন' দেখতে যাচ্ছি। বন কথাটি শুনে মনে হল সেখানে জঙ্গল ও জীবজন্তু থাকবে। আমার বন্ধু সম্প্রীতি বলল সেখানে বাঘ, হরিণ, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি দেখা যায়। অনিল আগে আর একবার সেখানে গিয়েছিল, সেবার অনিল নাকি বুনো শূকর, হাতির দল এবং ময়ূর দেখেছিল। কিন্তু এবারে আমি প্রথমবার ভ্রমণে বেরিয়েছি তাই ভ্রমণ সম্পর্কে আমার ধারণা খুব কম।

দুই দিকে সুন্দরী গাছের সারি। মাঝে সরু পথ দিয়ে আমি, সম্প্রীতি, অনিল এবং শিক্ষকমশাই একসঙ্গে হেঁটে চলেছি। হঠাৎ যেন কোথা থেকে একটা বাঘ হালুম করে গর্জন করে, রাস্তায় এক পারের জঙ্গল থেকে আর এক পারের জঙ্গলে চলে গেল। অনিল তা দেখে দৌড়ে শিক্ষকমশাইয়ের দিকে গেল। আমি আর সম্প্রীতি গাছের আড়াল থেকে বাইরের রাস্তা ধরেছি। ততক্ষণ অনিল ও শিক্ষক মশাই আমাদের থেকে দূরে চলে গেছে। হঠাৎ সম্প্রীতি হোঁচট খেয়ে মাটিতে হুমড়ে পড়ে গেল। একটু মাটির নীচে ও কিছুটা মাটির উপরে বেরিয়ে আছে এমন একটি পুরোনো কাগজের পৃষ্ঠা। পৃষ্ঠাটি তুলে দৌড়ে শিক্ষকমশাইয়ের কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি সেটিকে ঝেড়ে নিয়ে দেখলেন সংস্কৃত ভাষায় লেখা একটি ছন্দাকার কবিতা। শিক্ষকমশাই কবিতাটি বাংলায় অনুবাদ করে দিলেন। কবিতাটি নিম্নরূপ —

"মুড়ো হয় বুড়ো গাছ
হাত গুনো ভাত পাঁচ।
ফাল্গুনে তাল জোড়,
দুই মাঝে ভুঁইফোড়।

শিক্ষক মশাই বললেন এটি আদিমকালের লিখা অর্থহীন ছন্দযুক্ত কবিতা। সম্প্রীতি বলল, এটার মধ্যে রহস্যময় অর্থ লুকিয়ে থাকতে পারে। আমি বললাম, এই কবিতার সঙ্গে কোনো প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাচ্ছে মনে হয়। ১৫ মিনিট ভেবে কবিতাটির অর্থ বের করলাম, অর্থের দ্বারা বোঝা গেল এটি গুপ্তধনের সন্ধানের একটি সংকেত। 'মুড়ো হয় বুড়ো গাছ' এই বাক্যের অর্থ বোঝাই বনের মধ্যে একটি বুড়ো গাছ আছে যা মুড়ো হয়ে গেছে।

'হাত গুনো ভাত পাঁচ' মানে বুড়ো গাছ থেকে হাত গুণতে বলেছে। ভাত মানে অন্ন আর পাঁচ মানে পঞ্চ। এখানে দুটিকে উল্টো করলে হয় পঞ্চঅন্ন। এখানে অর্থ দাড়াই বুড়ো গাছ থেকে পঞ্চান্ন হাত দূরে।

'ফাল্গুনে তাল জোড়' ফাল্গুন ও তাল দুই গাছ। 'দুই মাঝে ভুঁই ফোড়' অর্থাৎ ওই দুটি গাছের মাঝে ভুঁই ফুঁড়তে বলেছে। সম্প্রীতি বলল, তুই তো কবিতাকে একেবারে গুপ্তধনের সংকেত বানিয়ে দিলিরে। এবার বুড়ো গাছ থেকে পঞ্চান্ন হাত দূরে ফাল্গুন ও তাল গাছের মাঝে কোদাল দিয়ে যেই কোপ মেরেছি ঠং করে আওয়াজ হল। দেখা গেল একটি স্বর্ণের পাত্র। পাত্রটি মাটি থেকে তোলার আগেই শিক্ষকমশায় আমাকে ডেকে বললেন, ট্রেন থেকে নামার সময় হয়ে এল। ঘুম থেকে উঠে দেখি আমি ট্রেনের ওপর।।

"মৃত্যুর চেয়ে কঠিন হচ্ছে জীবন। কেননা দুঃখ-কষ্ট-বিপদ কেবল জীবনেই ভোগ করতে হয়। মৃত্যু তা থেকে মুক্তি দেয়।"
— সক্রেটিস

গল্প

ভুতুড়ে প্রাসাদ

সিমরান সরকার
চতুর্থ শ্রেণি ।। রোল - ৪

চন্দনপুর গ্রামে একটি বিশাল প্রাসাদ ছিল। কিন্তু সেখানে কেউ থাকে না। সেই প্রাসাদ থেকে রাত্রিবেলা অদ্ভুত অদ্ভুত আওয়াজ আসত। তাই পুরো গ্রাম ভয় পেত। তারপর কী হল শোনো — এক ব্যক্তি শহর থেকে সেই গ্রামে বেড়াতে আসে। কিন্তু সে জানত না যে, এই প্রাসাদে আত্মা থাকে। সেও তার স্ত্রী গাড়িতে আসছিল এবং রাত্রি ১২টা বেজে গিয়েছিল। তারা সেই প্রাসাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। প্রাসাদে আলো জ্বলছিল। তারা ভাবল এই প্রাসাদে তারা একটি ঘর ভাড়া নেবে। তারা সেই প্রাসাদের ভিতরে ঢুকল। কিন্তু তারা কোথাও কাউকে দেখতে পেল না। সে ডাকাডাকি করল। অবশেষে তারা একটি ঘরে গেল। তারপর তারা আর ফিরে এল না। এবং তারা সেই প্রাসাদেই থেকে গেল। তারপর গ্রামের লোক একে একে কম হতে থাকল। গ্রামবাসীরা ভাবল এবার কিছু একটা করতে হবে। এবং সকল গ্রামবাসী এক তান্ত্রিক বাবার কাছে গেলেন। সেই তান্ত্রিক বাবা বললেন, আমাকে সেই প্রাসাদের কাছে নিয়ে চলো। তারপর তান্ত্রিক মন্ত্রমুগ্ধ করলেন এবং গঙ্গা জল ছিটালেন সেই প্রাসাদের উপর। এবং সেই প্রাসাদ জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

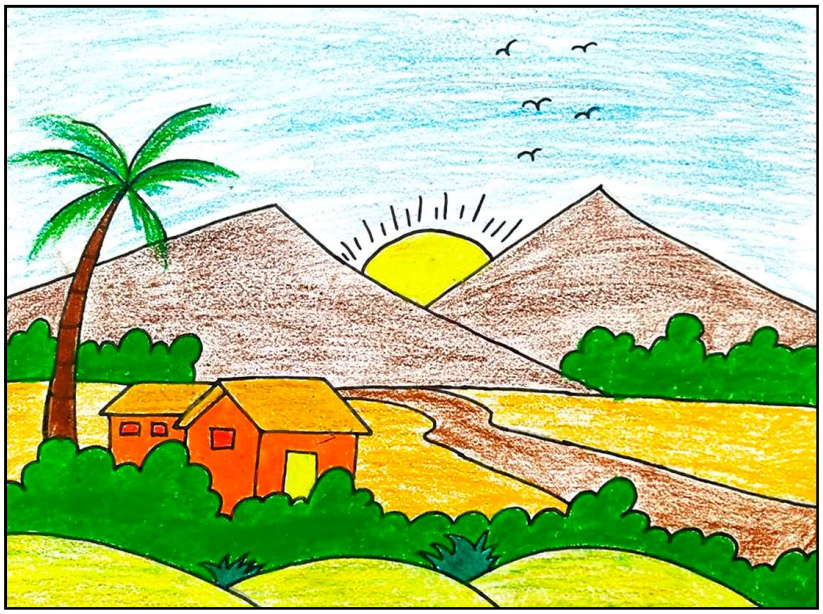

সুয়াইবা খাতুন
দ্বিতীয় শ্রেণি ❐ বিভাগ - ক ❐ রোল - ১২

ছড়া

Better হবার আশা

কাবিরা সুলতানা
সপ্তম শ্রেণি ।। রোল -৫

মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০২৬-এর
কেমন হতে পারে আমার রেজাল্ট।
যদি করি ফেল, কাটা পড়বো রেল
নইলে পরে পেলেন পাশ,
আমি দিব গলাই ফাঁস।
পেলে পরে First Division
কাজে লাগবে না কোনোক্ষণ
কোন মতে যদি হয়ে যায় Star
সবাই বলবে আমাকে Mr.
কোনো ক্রমেই হলেই Letter
সবার থেকে আমি Better.

তাম্বী ইয়াসমীন
তৃতীয় শ্রেণি
বিভাগ - ক ❐ রোল - ৪

সখিনা খাতুন
প্রথম শ্রেণি
বিভাগ - ক ❐ রোল - ২১

গল্প

দুই বোন

ফাইজা হোসেন
চতুর্থ শ্রেণি ।। রোল - ৭

এক গ্রামে দুই বোন থাকত। তাঁদের দুজনের নাম ছিল রিতা ও মিতা। তাঁদের মা ও বাবা ছোটো থাকতেই মারা গিয়েছিল। তাঁরা তাঁদের কাকা ও কাকিমার বাড়িতে থাকত। তাঁদের কাকা ও কাকিমার দুই সন্তান ছিল। তাঁদের নাম ছিল চিনি আর মিনি। তাঁদের কাকিমা খুব হিংসুটে ছিল। দুই বোনকে খুব বকাবকি করত এবং একদিন তাঁদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। মিতা রিতাকে বলল এবার আমরা কি করব। তারা দুজনে ভাবল তারপর রিতা বলল চলো আমরা কাজ খুঁজি। তারপর দুজনে কাজ খুঁজতে লাগল। অনেক খোঁজাখুঁজি করল কিন্তু কাজ পেল না। অবশেষে এক দর্জির দোকানে কাজ পেল। তারপর তারা দুজন কাজ করল এবং সুখে শান্তিতে থাকতে লাগল।

সোনাম সুলতানা
প্রথম শ্রেণি ❐ বিভাগ - ক
রোল - ৪

মোঃ মোহাইমিন
তৃতীয় শ্রেণি
বিভাগ - ক ❐ রোল - ১

ছড়া

পরীক্ষা

সমপ্রীতি আখতার
চতুর্থ শ্রেণি ।। রোল -১

পরীক্ষার আগের দিন হবে টেনশন,
ক্লাসে যদি না দাও অ্যাটেনশন।
নমুনায় আছে, 'Fill in the blanks with interjection'
ভয় যে কতটা লাগছে, ডু নট মেনশন।
পরীক্ষার খাতায় যদি না পাও গোল্লা,
বাবা-মা তোমায় খাওয়াবে রসগোল্লা।
পরীক্ষার খাতায় যদি পাও একটা আন্ডা,
টিউশন স্যার মারবে তোমায় ডান্ডা।

শ্রেষ্ঠ বন্ধু

সুষমা আজম
দ্বিতীয় শ্রেণি ।। বিভাগ - ক ।। রোল -১

সবার চেয়ে ভালো বন্ধু
হলো আমার গাছ।
মনের কথা বলার জন্য,
আছে আমার গাছ।
মানুষ বন্ধু ঝগড়া করে
বন্ধ করে কথা।
গাছের বেলায় তা হয় না
দেয় না মনে ব্যথা।
যত বন্ধু আছে আমার
গাছের মত নয়।
গাছ-ই আমার জীবনটাকে
করেছে স্বপ্নময়।
আমার কোনো বিপদ এলে, পালায় না সে ছেড়ে।
অক্সিজেন, ফুল, ফল দিযে সাহায্য করে যতটা সে পারে।
এসব কথা ভেবে ভেবে এই করেছি পণ,
গাছের সাথে বন্ধুত্ব রাখব সারাক্ষণ।।

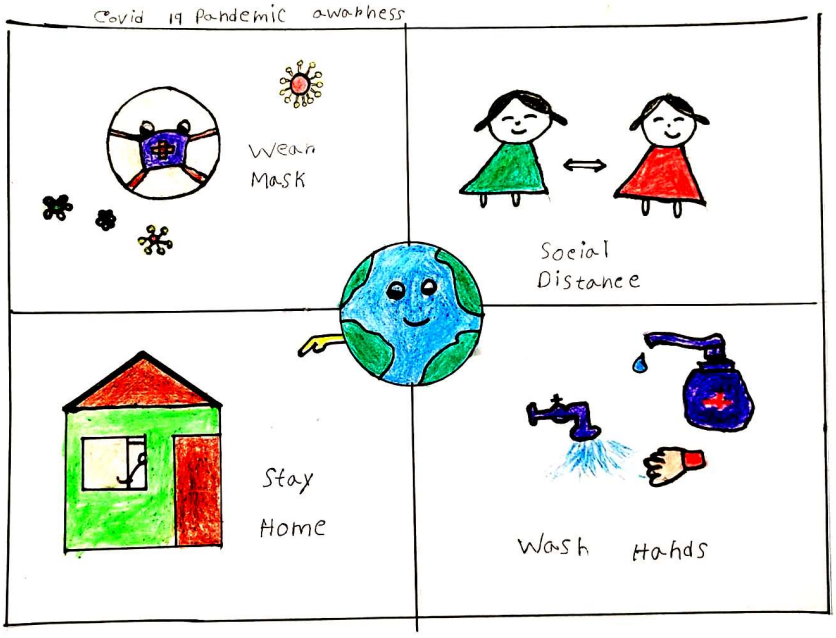

সাইনা আকতার
প্রথম শ্রেণি ❐ বিভাগ - খ
রোল - ২১

গল্প

মহান রাজা

মোঃ মোহাইমিন
তৃতীয় শ্রেণি ।। বিভাগ - ক ।। রোল - ১

এক রাজ্যে এক মহান রাজা ছিলেন। তার নাম ছিল দীপঙ্কর চন্দ্র বসু। তার স্বভাব খুবই ভালো ও তিনি রাজ্যের সকল প্রজাদের খুব ভালোবাসতেন। অন্য রাজ্যের রাজারা সেটা বিশ্বাস করতেন না। অন্য রাজ্যের রাজা দীপঙ্কর চন্দ্র বসুকে পরীক্ষা করার জন্য এক খারাপ মনের মানুষকে তার রাজ্যে পাঠালেন। সেই খারাপ মনের মানুষটি অভিনয় করে বললেন যে, সাহায্য চাই। মহান রাজা সেই মানুষটিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং তাকে ভালোবেসে রাজ্যে থাকার জন্য একটি ঘর দিলেন। সেই ঘরে মানুষটি থাকলেন। ঘরের কিছু দামি জিনিসপত্র নিয়ে সে সকাল হওয়ার আগে সেখান থেকে বেরিয়ে গেছেন। সকালে এসে রাজা দেখলেন যে ঘরের কিছু দামি জিনিসপত্র ও সেই মানুষটি নেই। রাজা ওই সময় না রেগে মনে মনে ভাবলেন যাক আমার দামি জিনিসগুলি বিক্রি করে সেই মানুষটির উপকার হবে।

নীতিকথা ঃ সর্বদা মানুষকে বিশ্বাস করবে ও কখনও কাউকে খারাপ মনে করবে না।

সাকিলা আমিন
পঞ্চম শ্রেণি ❐ বিভাগ - ক
রোল - ৬

রকিয়া সুলতানা
প্রথম শ্রেণি
বিভাগ - ক ❐ রোল - ২৭

গল্প

গরিব পাখির গল্প

তানজিলা খাতুন
পঞ্চম শ্রেণি ।। রোল - ১০

একটি জঙ্গলে অনেকগুলি পাখি বাস করত। সেখানে একটি গরিব পাখি তার ছোটো মেয়েকে নিয়ে বাস করত। সে খুব দয়ালু এবং খুব ভালো ছিল। সে কাউকে বিপদে দেখলে সাহায্য করত। সে যতটুকু পারত সে তা দান করত। একদিন মুসলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল এবং তার বাসাটা অতো ভালো ছিল না তাই সেটি ভেঙে যায়। এবং তার মেয়েকে নিয়ে সে চিন্তায় পড়ে যায়। সে তার মেয়েকে পিঠে তুলে নিয়ে তার পাশের বাড়ি যায় কিন্তু সে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়। এরপর সে চলে যায় এবং সে রাস্তায় দেখে একটি বাচ্চা পাখি নদীতে ডুবে যাচ্ছে। এই দেখে তার খুব মায়া হয়। এবং সে তাকে সাহায্য করে। এবং পাখিটি পরী হয়ে যায়। এই দেখে তারা চমকে যায়। এবং পরীটি বলে এত বৃষ্টির মধ্যে তোমরা কোথায় যাচ্ছ? তখন পাখিটি তার মনের কথা বলে। এবং পরীটি তাকে অনেক বড়ো একটি বাড়ি তৈরি করে দেয়। তারা পরীটিকে ধন্যবাদ জানায় এবং পরীটি চলে যায়। সেই থেকে তারা সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

মো: বেনজির আহমেদ
পঞ্চম শ্রেণি ❐ রোল - ৩

গল্প

তালবুড়ি

সাকিলা আমিন
পঞ্চম শ্রেণি ।। রোল - ৬

আমার এবং আমার বোনের সাথে ঘটা এক সত্য ঘটনা। আমার বোন আমার থেকে ১ বছরের ছোটো। আমাদের দুজনের খুব তাল কুড়োতে পছন্দ হতো। আমাদের বাড়ির পেছনে দুটো তালগাছ ছিল। সেই গাছগুলোতে খুব তাল হতো। আমরা প্রতি বছর সেই গাছের তাল কুড়োতে যেতাম। কিন্তু এর আগের বছর খুব বর্ষা হয়েছিল। আমরা দুজনে একদিন সেই গাছের তাল কুড়োতে গিয়েছিলাম। একদম ভোররাত্রে। কেউ রাস্তায় ছিল না সেদিন। আমরা টর্চ ও একটি ঝাঁকা নিয়ে গিয়েছিলাম। আমরা আস্তে আস্তে তাল গাছের কাছে পৌঁছালাম। আমরা চমকে গেলাম কারণ সেখানে সাদা কাপড় পরা এক বৃদ্ধ মহিলা বসেছিলেন। আমরা যেই চোখ বন্ধ করে খুললাম আর সেই মহিলাটি নেই। তারপর আমরা বাড়ি ছুটে পালিয়ে এলাম। তারপরের দিন মাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন সেটা তালবুড়ি ছিল। যাদের তাল কুড়োনোর খুব শখ তারা তালবুড়ি দেখতে পায়। এমন আমবুড়িও থাকে। তো এখানে আমার গল্পটি ফুরোলো।

সাব্বির আহমোদ
চতুর্থ শ্রেণি
রোল - ৩২

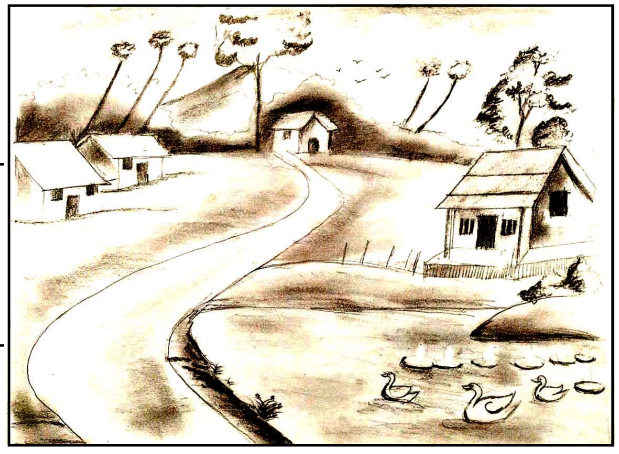

ইস্তাক ইকবাল
চতুর্থ শ্রেণি
রোল - ২

গল্প

দুনিয়া ভ্রমণ

মোঃ বেনজির আহমেদ
পঞ্চম শ্রেণি ।। রোল - ৩

একদা একটি শহরে একটি ১২ বছরের ছেলে বাস করত। তার নাম হল রিয়াদ। সে ছোটো থেকে ভাবত যে আমি দুনিয়া ভ্রমণে যাব। সেই ভাবনা নিয়ে সে বড়ো হল। তারপর সে যখন ২০ বছর বয়সের হল, তখন সে তার বন্ধুদের সঙ্গে দুনিয়া ভ্রমণে তাদের মা ও বাবাকে বলে বেরিয়ে পড়ল। তারপর তারা হাঁটতে হাঁটতে মুর্শিদাবাদ থেকে মালদহের দিকে রওনা দিল। তারা ১৮দিন পর মালদহ পৌঁছল। সেখানে তারা অনেক জায়গায় গিয়েছিল। তারা সবাই মিলে ভাবল তারা একবারে দার্জিলিং যাবে। তারপর তারা ২ মাস পর দার্জিলিং পৌঁছলো। সেখানে খুব ঠাণ্ডা। সেখানে বরফ পড়ে। খুব বড়ো বড়ো পাহাড় আছে। সেই পাহাড়গুলো বরফে ঢাকা। তারপর তারা দার্জিলিং থেকে বাংলাদেশ গেল। এইভাবে তারা সবাই পুরো ভারত ঘুরে ফেলল। এইভাবে তারা অন্যদেশ গেল নতুন নতুন জিনিস দেখল যেমন — তাজমহল, কুতুবমিনার ইত্যাদি। এইভাবে তারা তাদের ১৫ বছর দুনিয়া ভ্রমণ করে কাটিয়েছিল।

নিশা পারভিন
তৃতীয় শ্রেণি ❐ বিভাগ -ক
রোল - ৩

গল্প

ভুতুড়ে গাছ

বর্ষা খাতুন
পঞ্চম শ্রেণি ।। রোল - ২

আমার সঙ্গে হওয়া একটি সত্য ঘটনা। আমি প্রতিদিনের মতো আজও জঙ্গলে গিয়েছি কাঠ কাটতে। আমি আজকে কাঠ কেটে নিয়ে বাড়ি চলে গেলাম। তারপরের দিন আমি আবার জঙ্গলে গেলাম কাঠ কাটতে। তাপর কাঠ কাটা হয়ে যাওয়ার পর আমি বাড়ি ফিরে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে আমার পেছনদিকে একটি গাছ দেখতে পেলাম। সেই গাছটি এক্কেবারে পূর্ণিমার চাঁদের মতো চকচক করছিল। আমি সেই গাছটিকে কাটতে শুরু করলাম। তারপর সেই গাছটা থেকে একটা ভুত বেরিয়ে আসল। আমি চমকে গিয়ে ভয়ে কাঠগুলো ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি করে বাড়ি ফিরে গেলাম। পরেরদিন আমি যখন আবার জঙ্গলে একটা শুকনো গাছ কাটতে যাচ্ছিলাম তখনি সেই গাছের সামনে আবার সেই ভুতটা এল। এরপর আবার আমি অন্য একটি গাছ কাটতে যাব অমনি আবার সেই ভুতটা আমার সামনে চলে এল। আমি একদিন যদি জঙ্গলে কাঠ কাটতে না যায় তাহলে আমাকে সারাদিন না খেয়ে থাকতে হত। তাই আমাকে প্রতিদিনই জঙ্গলে কাঠ কাটতে যেতে হয়। একইভাবে কিছুদিন এমন করে চলতে থাকল। কিছুদিন এরকমই চলার পর আমি আবার একদিন জঙ্গলে গেলাম কাঠ কাটতে। সেখানে আবার সেই ভুতটা চলে এল। এইবার আমি আর ভয় না পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এই ভুত তুমি আমাকে প্রতিদিন বিরক্ত কর কেন? তখন সেই ভুতটা বলল, আমি তোমার মতো একটা মানুষ ছিলাম। আমি হঠাৎ একদিন জঙ্গলে আসলাম আর সেই জঙ্গলের এক সাধু বাবা আমাকে বলল যে, বাবা আমাকে আমার ধ্যান করতে হবে। তাই আমাকে কিছু কাঠ জোগাড় করে এনে দিতে পারবে? তখন আমি বললাম না আমি এখন পারব না। তখন সাধু বাবা বলল তুমি আমাকে আমার ধ্যান করতে দিলে না। তাই তোমাকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি যে তুমি এখনই ভুত হয়ে যাও। আর আমি এই গাছে ঢুকে পড়লাম। সেই থেকে আমি এখনও পর্যন্ত ভুত হয়ে আছি। আমি সাধু বাবার অভিশাপের জন্য জঙ্গলে যত মানুষ আসে সবাইকে তোমার মতো বিরক্ত করতাম। কিন্তু কেউ তোমার মতো আমাকে প্রশ্ন করার সাহস পেত না। আর তাই তোমাকে ধন্যবাদ যে তুমি আমাকে আজ এই গাছ থেকে মুক্ত করলে।

তামান্না আনসারি
প্রথম শ্রেণি □ বিভাগ -খ
রোল - ২৭

গল্প

আমার জীবনের লক্ষ্য

ইয়েসরিন পারভিন
ষষ্ঠ শ্রেণি ।। রোল - ১৪

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই লক্ষ্য থাকে। প্রত্যেক মানুষের মতো আমার জীবনেও দুটি লক্ষ্য আছে। আমি আমার জীবনের এই দুটি লক্ষ্যকে পরিপূর্ণ করতে চাই। আমার প্রথম লক্ষ্য হল একজন ডাক্তার হওয়া। আমি ডাক্তার হয়ে সাধারণ মানুষদের সঠিক চিকিৎসা করতে চায় তাও আবার বিনামূল্যে। তারা সুস্থ থাকলে আমি খুশি হব।

আমার জীবনের দ্বিতীয় লক্ষ্য হল একজন সমাজসেবিকা হওয়া। আমি সমাজসেবিকা হয়ে সাধারণ মানুষদের সেবা করতে চায়। যেসব বাচ্চারা অনাথ আশ্রমে থেকে বড়ো হচ্ছে, আমি তাদের প্রয়োজন মেটাতে চায় ও সমাজের সাধারণ মানুষদের বিনামূল্যে পোশাক, খাবার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস বিলি করতে চায়। আমি বিশ্বাসী যে আমি আমার জীবনের লক্ষ্য দুটিকে অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে পারব।

সুষমা আজম
দ্বিতীয় শ্রেণি ❒ বিভাগ - ক
রোল - ১

আফিফ আহমেদ
চতুর্থ শ্রেণি
রোল - ৩

ছড়া

ছেলেবেলা

মেহরীন হোসেন
দ্বিতীয় শ্রেণি ।। বিভাগ - ক ।। রোল-২

পড়া পড়া আর লাগে না ভালো,
ইচ্ছে করে শুধুই করতে যে খেলা।
কি করা যায় বলো,
সবাই শুধুই বলে পড় পড়।
আমার তো লাগে না যে ভালো পড়তে
বিকেল বেলায় মাঠে গিয়ে
ভালো লাগে খেলতে।

স্কুলের ব্যাগটা যে বড্ড ভারী
বইতে যে লাগে না ভালো।
কেন যে লেখাপড়া করে
সবাই ভেবেই তো পায় না?
আমার যে লাগে না ভালো পড়তে।

সত্যের জয়

কাবিরা সুলতানা
সপ্তম শ্রেণি ।। রোল -৫

সত্য কথা বলো আজ থেকে সবে
সত্যের জয় হবেই হবে।
মিথ্যা কথা যার মুখে আছে —
জয় থেকে সে থাকবে পাছে।
সবার মুখে সত্য কথা চাই
NCC ট্রেনিং করলে হবে তাই।
মিথ্যা বলবে যে শাস্তি হবে তার
কখনো সে ভালো হবে না আর।
সত্য কথা বলো আজ থেকে সবে —
সত্যের জয় হবেই হবে।।

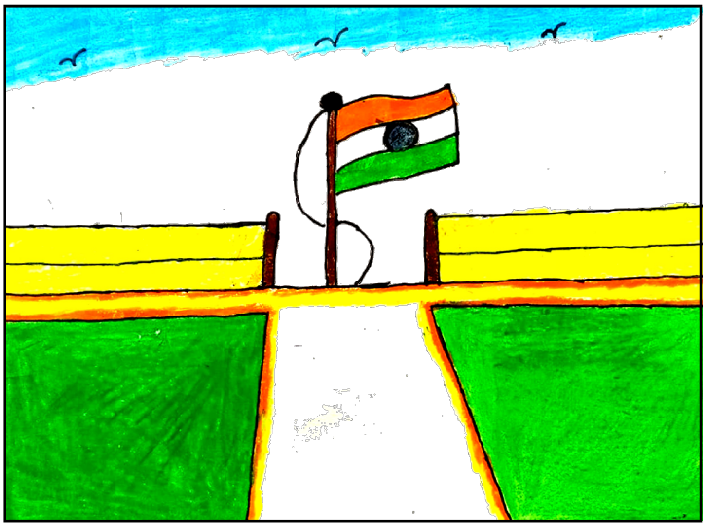

সিমরান শেখ
প্রথম শ্রেণি ☐ বিভাগ - ক
রোল - ১০

ছড়া

সকালবেলা

তামান্না পারভীন

তৃতীয় শ্রেণি ।। বিভাগ - ক ।। রোল-২

গাছের ডালে বসে ডাকিতেছে পাখি,
সেই গান শুনে জেগে উঠল আমার আঁখি।
উঠলো সূর্য পূর্বদিকে,
এক দৃষ্টিতে দেখছি তাকে।
বইছে চারিদিকে মৃদু স্বরে বাতাস,
দাঁড়িয়ে আছি বাইরে, ছেড়ে আমাদের আবাস।
বসি পড়িতে প্রতিদিন সকালবেলা,
পাঠের সময় করি নাহি অবহেলা।
খানিক বাদে শুরু হল লোকেদের আনাগোনা
এই হল সকালবেলার বর্ণনা।।

নাহিদ হাসান
UKG ◻ বিভাগ - খ
রোল - ২৫

সাবনাম মেহেদী
চতুর্থ শ্রেণি □ রোল - ১৫

সুরাইয়া জামিন
চতুর্থ শ্রেণি □ রোল - ২২

জরুরী ফোন নং

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক	:	৯৪৩৪৭৭০০৪০
রানিতলা থানা	:	৯১৪৭৮৮৮৪৩০
প্রধান শিক্ষক মহাশয়	:	৯৫৪৭৫৪৭৪৭২
ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্র	:	৭৩১৯২৯৮১৩১
জরুরী বিদ্যালয় হেল্পলাইন	:	৯৭৩২৩৭৪৪৫২
চাইল্ড লাইন	:	১০৯৮
অ্যাম্বুলেন্স	:	৮০১৬৩০৪৬০৯ / ৮৯৭২২৫৭৭৯৯
ফায়ার ব্রিগেড	:	০৩৪৮২ ২৭১ ০১১
বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ	:	৮৯১৮২২৬১৫৫
ব্লক যুব আধিকারিক	:	৯৭৩৫৪০৭৩০০

বিগত বছরে ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্য (শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে)

বৃত্তি পরীক্ষা (প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ, পঃবঃ)

বর্ষ	পরীক্ষায় অংশগ্রহণ	উত্তীর্ণ
২০১৮	১১ জন	১১ জন
২০১৯	১০জন	১০ জন

২০২০ ও ২০২১ সালে করোনা মহামারীর কারণে পরীক্ষা হয়নি।

মিশন অ্যাডমিশন টেস্ট

বর্ষ	মিশন	পরীক্ষায় অংশগ্রহণ	উত্তীর্ণ
২০১৯	আল-আমিন মিশন	৮ জন	৭ জন
২০২০		৭ জন	৬ জন
২০২১		১০ জন	৭ জন
২০১৮	ভয়েস মিশন	২ জন	২ জন
২০২১	জওহর নবোদয়	৪ জন	১ জন

সুভাষ উৎসব - ২০১৯

বিভাগ - ক□ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

প্রথম স্থান - জিনিয়া সুলতানা খাতুন
তৃতীয় স্থান - এলিজা পারভিন

বিভাগ - ক□ অঙ্কন প্রতিযোগিতা

প্রথম স্থান - আনজুমান খাতুন
তৃতীয় স্থান - হিয়া সাবনাম

বিভাগ - খ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

তৃতীয় স্থান - সাবনুর সুলতানা

বিভাগ - খ□ অঙ্কন প্রতিযোগিতা

দ্বিতীয় স্থান - মোঃ আলহাজ

সুভাষ উৎসব - ২০২১

বিভাগ - ক□ অঙ্কন প্রতিযোগিতা

প্রথম স্থান - সিমরান সরকার
দ্বিতীয় স্থান - ইস্তাক ইকবাল

বিডিও অফিসপাড়া যুব কমিটি - ২০২২

বিভাগ - ক ক্যুইজ প্রতিযোগিতা

প্রথম স্থান - সমপ্রীতি আখতার, এলিজা পারভিন

রানীতলা থানা আয়োজিত অঙ্কন প্রতিযোগিতা

(সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ উপলক্ষ্যে)

প্রথম স্থান - অনামিকা হক
দ্বিতীয় স্থান - মোঃ আলহাজ
তৃতীয় স্থান - জিনিয়া সুলতানা খাতুন

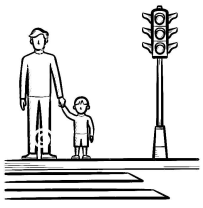

বিগত বছরে ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্য (শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে)

ছাত্র-যুব উৎসব - ২০১৯

বিভাগ - ক ❐ নৃত্য প্রতিযোগিতা

প্রথম স্থান - এলিজা পারভিন
দ্বিতীয় স্থান - মেহেরিন হোসেন
তৃতীয় স্থান - মহিমা খাতুন

বিভাগ - ক ❐ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

প্রথম স্থান - মেহেরিন হোসেন
দ্বিতীয় স্থান - জিনিয়া সুলতানা খাতুন
তৃতীয় স্থান - মোঃ সামিউজ্জামান আনসারী

বিভাগ - ক ❐ নজরুল গীতি

তৃতীয় স্থান - মোঃ সামিউজ্জামান আনসারী

বিভাগ - ক ❐ অঙ্কন প্রতিযোগিতা

প্রথম স্থান - জিনিয়া সুলতানা খাতুন
দ্বিতীয় স্থান - মোঃ সামিউজ্জামান আনসারী

বিভাগ - খ ❐ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

তৃতীয় স্থান - সাবনুর সুলতানা

ছাত্র-যুব উৎসব - ২০২০

বিভাগ - ক ❐ নৃত্য প্রতিযোগিতা

প্রথম স্থান - সানিয়া খাতুন
দ্বিতীয় স্থান - মেহেরিন হোসেন
তৃতীয় স্থান - মহিমা খাতুন

বিভাগ - ক ❐ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

প্রথম স্থান - রাজ সেখ
দ্বিতীয় স্থান - এলিজা পারভিন

বিভাগ - ক ❐ রবীন্দ্র সঙ্গীত

প্রথম স্থান - মেহেরীন হোসেন

বিভাগ - খ ❐ লোক সঙ্গীত

তৃতীয় স্থান - রাজিবুল সেখ

বিভাগ - খ ❐ ক্যুইজ প্রতিযোগিতা

তৃতীয় স্থান - রাজিবুল সেখ, মহঃ ওমর

বিবেক চেতনা উৎসব - ২০১৯

বিভাগ - ক অঙ্কন প্রতিযোগিতা

প্রথম স্থান -
মোঃ সামিউজ্জামান আনসারী
দ্বিতীয় স্থান -
জিনিয়া সুলতানা খাতুন
তৃতীয় স্থান - হিয়া সাবনাম

বিভাগ - ক ❐ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

প্রথম স্থান - মোঃ সামিউজ্জামান আনসারী
দ্বিতীয় স্থান - এলিজা পারভিন

বিভাগ - খ ❐ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

তৃতীয় স্থান - সাবনুর সুলতানা

বিভাগ - খ ❐ অঙ্কন প্রতিযোগিতা

তৃতীয় স্থান - সাবনুর সুলতানা

বিবেক চেতনা উৎসব - ২০২০

বিভাগ - ক ❐ অঙ্কন প্রতিযোগিতা

দ্বিতীয় স্থান - সানিয়া খাতুন
তৃতীয় স্থান - আনজুম খাতুন

বিভাগ - খ ❐ অঙ্কন প্রতিযোগিতা

প্রথম স্থান - হিয়া সাবনাম
তৃতীয় স্থান - অনামিকা হক

বিভাগ - খ ❐ প্রশ্ন-উত্তর প্রতিযোগিতা

প্রথম স্থান - সামিউজ্জামান ও আলি আসগার
দ্বিতীয় স্থান - রাজিবুল সেখ ও মহঃ ওমর

HAJI AHAMMAD HOSSAIN MEMORIAL MODEL SCHOOL

(Anglo-Bengali Medium)

U-DISE CODE: 19071907405 * Govt. Reg.No- S/2L/56466

Estd. 2016

LKG TO CLASS VIII

CONTACT US AT

9732374452

Nashipur Haat, Nashipur Balagachi,
Ranitala,Murshidabad,PIN-742135

website- hahmmschool.com

OPEN FOR ADMISSION 2023

(MORNING & DAY SHIFTS)

FACILITIES

- Joyful learning
- Modern computer labs
- Tuktuk van available
- Pure drinking water
- Co-Curricular activities